যুগান্তর

তারিখ ... 6 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ...

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ

টাস্কফোর্স গঠনের নামে নতুন ষড়যন্ত্র করছে জবি কর্তৃপক্ষ

জবি প্রতিনিধি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল উদ্ধারে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ করেছেন আন্দোলনকারীরা। তারা বলেন, 'টাস্কফোর্স' গঠনের নামে কর্তৃপক্ষ এখন ষড়যন্ত্রের নতুন জাল ফেলেছে। কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে গোপন সমঝোতা এবং আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চক্রান্ত করছে। এদিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা টাস্কফোর্স গঠনের উদ্যোগের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে এ ধরনের ঘৃণ্য উদ্যোগ বন্ধের দাবি জানায়। কর্তৃপক্ষ বলছে, টাস্কফোর্সের সুপারিশের ভিত্তিতে বেদখলকৃত আবাসিক হলগুলো উদ্ধারে পদক্ষেপ নেয়া হবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হল উদ্ধার ও ছাত্র অধিকার রক্ষা আন্দোলন'-এর ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা এসব কথা বলেন। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আন্দোলন মঞ্চের আহ্বায়ক বকুল মুন্সী। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে ক্যাম্পাস খুলে দিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা, বেদখলকৃত আবাসিক হল উদ্ধার এবং নতুন হল নির্মাণসহ আট দফা দাবি পেশ করেন। দাবি আদায়ে শিক্ষার্থীরা আগামী রোববার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অভিমুখে পদযাত্রা এবং স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হল উদ্ধারের দাবিতে চলমান আন্দোলনকে ঠেকাতে কর্তৃপক্ষ পুলিশকে ইন্ধন দিচ্ছে বলে অভিযোগ করে শিক্ষার্থীরা বলেন, কর্তৃপক্ষের ইন্ধনে পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর নজিরবিহীনভাবে হামলা চালায়। এতে প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয় এবং তিন শতাধিক ছাত্রের নামে মামলা দায়ের করা হয়। পাশাপাশি তাদের যৌক্তিক এই আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে। একই সঙ্গে আন্দোলনকারীদের আর্থিক প্রলোভনও দেখানো হচ্ছে বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা। সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনকারীরা বলেন, বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ১৮ লাখ টাকা খরচ করে সিএ ফার্ম নিয়োগ দিয়ে বেদখলকৃত ১২টি হলের মধ্যে ৬টি হলের কাগজপত্র উদ্ধার করলেও হলগুলো উদ্ধার করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। বাকি ৬টি হলের কাগজপত্র উদ্ধারের কোন প্রচেষ্টাও গ্রহণ করা হয়নি বলে তারা অভিযোগ করেন।